COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বৈদিক আর্যরা কিছু না কিছু কামনা করে যজ্ঞ করতেন। এতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধিই হয়- দুঃখের অবসান হয় না, শান্তিও আসে না। তাই অনেকের ধারণা জন্মায় যে ,কর্মের দ্বারা সংসারের দুঃখ অতিক্রম করা যায় না । আবার অনেক বৈদিক্ কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেকেরই যজ্ঞাদি কর্মে ভাল লাগল না। সেজন্য তারা জ্ঞানের পথ অন্বেষণে ব্যাপৃত হলেন। যার থেকেই আরণ্যক ও উপনিষদের সৃষ্টি, অর্থাৎ উপনিষদ্ও জ্ঞানকান্ডের অন্তর্গত। উপনিষদ্গুলি ব্রাহ্মণাত্মক বেদের শেষভাগও বটে। বহু উপনিষদ্ আরণ্যকের অন্তর্গত। কেবল একটি উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার অন্তর্গত। যার নাম ঈশোপনিষদ্, শুক্লযজুর্বেদের চত্বারিংশৎ অধ্যায়। উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত ।বেদস্য অন্ত- বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ হওয়ায় উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। কারোর মতে বেদের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত উপনিষদে সংগৃহীত হওয়ায় বেদান্ত নামে অভিহিত।

আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা, উপনিষদে তার পরাকাষ্ঠা। উপ-নি-সদ্+ক্বিপ্ করে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন। উপনিষদ্ শব্দের নানাপ্রকার অর্থ রয়েছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কঠোপনিষদের ভাষ্য ভূমিকায় উপনিষদ্ শব্দটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।সদ্ ধাতুর অর্থ জীর্ণ করা, বিনাশ করা বা গমন করা ।নি উপসর্গের অর্থ নিশ্চিত রূপে বা নিঃশেষে। যে বিদ্যা মানুষের জন্ম মৃত্যুর কারণ বা অবিদ্যাকে নিঃশেষে জীর্ণ করে বা বিনষ্ট করে সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ্।উপ শব্দের অর্থ নিকটে। অতএব অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করে যে বিদ্যা বা যে পরমজ্ঞান মুমুক্ষু জীবকে পরব্রহ্মের নিকটে নিয়ে যায় ,পরব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে উপনিষদ্ বলে।অন্যমতে

যেখানে চারিদিকে(পরি) বসে(সদ্) তাকে পরিষদ্ বলে। ঠিক সেইরূপ শিষ্যেরা গুরুর নিকটে(উপ) গিয়ে যেখানে বসতেন(নি-সদ্) মূলতঃ সেই ছোট ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। কালক্রমে এই সকল পরিষদে বা বৈঠকে যে বিদ্যার আলোচনা হত তার নাম উপনিষদ্। আবার অন্যমতে উপনিষদ্ শব্দের অর্থ রহস্য। অতি গম্ভীর ও দুর্গম বলে এই উপনিষদ্ বিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে যেখানে-সেখানে সকলের কাছে প্রকাশ করা হত না বলে এর নাম রহস্য। তাই এই বিদ্যা সকলকে দান করা হত না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে –"নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায় শিষ্যায় বা পুনঃ"।

ঋক যজুঃ সাম ও অথর্ব চারটি বেদেরই উপনিষদ্ আছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যক এর অন্তর্গত। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মধ্যে। অথর্ববেদের সহিত মন্ডুক ও প্রশ্নোপনিষদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলে অনেকে মনে করেন। উপনিষদ্ গুলির মধ্যে কতক প্রাচীন ও কোনটি পরবর্তী তা বোঝা শক্ত নয়।উপনিষদ্ গুলি কতক পদ্যে, কতক গদ্যে, আবার কতক গদ্য ও পদ্য উভয়ে রচিত। উপনিষদ্ বহু, এগুলির মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল।–

(১)ঈশা–ঈশা (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা) শব্দটি আরম্ভে থাকায় ইহার নাম এরূপ। ইহা আকারে খুবই ছোট ও ইহার দুটি মন্ত্র ছাড়া সবই পদ্যে রচিত।

(২)কেন-কেন শব্দটি আরম্ভে থাকায় নাম এরূপ। আকারে খুবই ছোট। গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

(৩)কঠ– কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ শাখার সহিত সম্বন্ধ আছে-পদ্যে রচিত।

(৪)প্রশ্ন-ছয়টি প্রশ্নের সমাধান করার জন্য এই নাম। গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

(৫)মুণ্ডক-ইহার ৩/২/১০ এ বলা হয়েছে যে ব্যাক্তি যথাবিধি শিরোব্রত করে, তাকেই ইহার আলোচিত ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে পারা যায়। মুন্ডের ব্রতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই নাম। শিরোব্রতে মাথায় অগ্নিধারণ করতে হয়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

(৬)মাণ্ডুক্য-মণ্ডুক ঋষি ইহাকে প্রকাশ করায় ইহার এই নাম।

(৭)তৈত্তিরীয়- কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের যে অংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক- ইহা তাহারই অন্তর্গত। গদ্যে রচিত ।

(৮)ঐতরেয় – ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। গদ্যে রচিত ।

(৯)ছান্দোগ্য-ছান্দোগ্য বা সামবেদের ব্রাহ্মণের প্রথম অংশ আরণ্যক বলিয়া গণ্য হয়। এই উপনিষদ্ খানি ইহারই অন্তর্গত ।আকারে বেশ বড়। গদ্যে রচিত। মাঝে মাঝে পদ্যও আছে।

(১০)বৃহদারণ্যক- শুক্লযজুর্বেদের সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণের এক অংশকে আরণ্যক বলা হয়। ইহারই শেষ ভাগ উপনিষদ্। ইহা আকারে বৃহৎ এবং প্রধানত আরণ্যক বলিয়া ইহার এই নাম ।অধিকাংশই গদ্য তবে মাঝে মধ্যে পদ্যও আছে ।

(১১)কৌষীতকি- ঋগ্বেদের অন্য একটি ব্রাহ্মণ কৌষীতকি। কৌষীতকি আরণ্যক তাহারই অন্তর্গত। এবং এই আরণ্যক-এর একটি অংশ এই উপনিষদ্।

(১২)শ্বেতাশ্বতর- কৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতর শাখার সহিত সম্বন্ধ আছে ।ইহার সমগ্রই পদ্যে রচিত।

(১৩)মৈত্রায়ণী- কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখার অন্তর্গত।ইহা মৈত্রী উপনিষদ্ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহা গদ্যে রচিত। তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও দেখা যায়।

এগুলির মধ্যে প্রথম দশটি উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করাচার্য রচনা করেছেন। তাই এগুলি কেই প্রামাণ্য উপনিষদ্ বলে ধরা হয়।

উপনিষদে বিদ্যাকে দুইভাবে বলা হয়েছে (১)অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট (২)পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যার নাম অপরা বিদ্যা, আর যার দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায় তাহা পরা বিদ্যা। উপনিষদে এই পরাবিদ্যা আলোচিত হয়েছে। তাই উপনিষদ্ গম্ভীর, অথচ অতি উপাদেয়। ভাববিশালতায় তা অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত ধর্মের মূল হল উপনিষদ্। ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশই স্ফূরণ হয়েছে উপনিষদ্ থেকে। তাই উপনিষদ্ শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র জগতেরই অমূল্য সম্পদ। ভিন্টারনিৎস তার "A HISTORY OF INDIAN LITERATURE" গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন- "প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়গণের পরবর্তী যুগের সমস্ত দর্শনেরই মূল রহিয়াছে উপনিষদ্ সাহিত্যে" ।আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই হচ্ছে উপনিষদের আলোচ্য বিষয়। এই আত্মবিদ্যা কি এবং কেনই বা আলোচ্য- বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞ্যবল্ক সংবাদে তার বিশদ আলোচনা রয়েছে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও নারদ ও সনৎকুমারের সংবাদে এই তত্ত্বই আলোচিত হয়েছে।মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে ইহা অমৃত ব্রহ্মই; সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে উত্তরে উপরে-নিচে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বিস্তৃর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মই(২/২/১১,১ম-৪)। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম হইতেছেন কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন ,বাকেরও বাক, প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু। যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না ,মন যায় না ,যিনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হন না, প্রত্যুত বাগিন্দ্রিয়ই যাহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। এর তাৎপর্য এই যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় এদের সমস্ত শক্তি বস্তুত ব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাদের নিজস্ব নয়। মানুষ দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে যাহা হইতে উদ্ভব, তিনিই ব্রহ্ম। কেনোপনিষদে যক্ষের গল্পে এটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যাহার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে

তিনিই ব্রহ্ম। অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য ইহার চক্ষু ,দিক্ ইহার কর্ণ, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পৃথিবী চরণ, আর ইনি নিজেই হইতেছেন অন্তরাত্মা। ইনি শুভ্র, জ্যোতিরও জ্যোতি। যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর উপাখ্যানেও ব্রহ্মতত্ব বিশদীকৃত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্ম অক্ষর, রসহীন ,গন্ধহীন,চক্ষুহীন,কর্ণহীন,বাগিন্দ্রিয়হীন,মনোহীন,তেজোহীন, প্রাণহীন সুখহীন ও মাত্রাহীন। সেই অক্ষর এক ও অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ম্)। শ্বেতকেতু-আরুণির উপাখ্যানে 'তত্বমসি' মহাবাক্যেও এই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আলোচনা আছে।

ব্রহ্মের সাধনা কিভাবে সম্ভব তাহার আলোচনা করা হয়েছে উপনিষদে। দম, দান ও দয়া না থাকলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। আসক্তি হচ্ছে মানবের বন্ধন। এছাড়া অন্য কোন বন্ধন নাই। উপনিষদের ধর্মেরও মূলে রয়েছে এই তত্ব। কঠোপনিষদে যম- নচিকেতার উপাখ্যানে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কামনা-বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করলে যে ব্রহ্মতত্ব জানা যায় ,তা বলা হয়েছে। মানুষের কাছে দুটি জিনিস চাওয়ার থাকে শ্রেয় ও প্রেয়। এদের প্রয়োজন অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন । তবে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি বুদ্ধিমান যোগী। আত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কে তর্ক চলে না। ইনি সুক্ষ হইতেও সূক্ষ্মতর। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে-"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।অপ্রসত্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তণ্ময়ো ভবেৎ"। ব্রহ্মকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না। সত্য দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা ও নিত্য ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায় । যিনি সমস্ত ভুতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই ঘৃণা করেন না। যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট কিছুই নাই ,যাহা হইতে আর কিছু ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর নাই, যিনি দ্যুলোকে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই পুরুষই এই সমস্তকে পূর্ণ করিয়া আছেন -"বৃক্ষো ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্"। সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয় ,সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

প্রসঙ্গক্রমে উপনিষদে অনেক গল্প পরিলক্ষিত হয় ।গল্পগুলির ভাবগাম্ভীর্য ও ভাষামাধুর্য অতুলনীয়। প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি রূপক এবং তাদের উদ্দেশ্য কোনো না কোনো তত্ত্ব প্রকাশ করা। সূত্রের অপেক্ষা উদাহরণ অনেক বেশি কার্যকরী। শুধু তাই নয়, উপনিষদ্ আর্যজীবনের চতুর্থাশ্রমের সহিত সম্পর্কিত। সন্ন্যাসের সময় আর্য ঋষিগণ সংসারের যাবতীয় মোহ ত্যাগ করে অজর অমর সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তায় বিলীন হতেন। পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর খুবই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে উপনিষদগুলি ।।

X_____x